গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
(প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

# ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ নীতিমালা-২০২২

ইসলামের প্রচার প্রসার এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট ১৯৭৫ মোতাবেক ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে উক্ত আইনের ধারা ১১(গ), ১১(ঙ) এবং ১১(ঝ)-তে "ইসলামের ইতিহাস,দর্শন, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণার আয়োজন করা ও প্রসার ঘটানো এবং ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করিবার বিষয়টি উল্লেখ রহিয়াছে। তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে বাংলাদেশী নাগরিকদের সৃজনশীল গবেষণা কর্মে উৎসাহিত করণকল্পে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই ফেলোশিপ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ফেলোশিপ প্রদান গবেষণা কার্যক্রম বাছাই ও পরিচালনার স্বার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট ১৯৭৫-এর ১৮ নং ধারা মোতাবেক ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন করা হইল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এই নীতিমালা "ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ নীতিমালা-২০২২" নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

(ক) "বোর্ড" অর্থ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন ১৯৭৫ -এর ২(ক) ধারার বোর্ড;
(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন ১৯৭৫ -এর ২(খ) ধারার চেয়ারম্যান;
(গ) "মহাপরিচালক" অর্থ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন ১৯৭৫ -এর ৫(ক)-এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক;
(ঘ) "ফাউন্ডেশন" অর্থ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন এর অধীন স্থাপিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন;
(ঙ) "গভর্নর" অর্থ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন-এর ধারা ২(ক) এর বোর্ড অব গভর্নরস এর গভর্নর;
(চ) "নির্ধারিত" অর্থ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন-এর ধারা ২(ঘ) দ্বারা নির্ধারিত;
(ছ) "ফেলো" অর্থ - এই নীতিমালার আওতায় প্রদত্ত ফেলোশিপ প্রাপ্ত গবেষক;
(জ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ -ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন মোতাবেক গঠিত বোর্ড অব গভর্নরসকে বুঝাইবে।

**৩) গবেষণা ফেলোশিপ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ** ফেলোশিপ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ:

১) ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এবং ইসলামী বিষয়ে গবেষণায় গবেষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
২) ইসলামের সাথে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্প ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, দর্শন, আইন ও বিচার ব্যবস্থার উপর গবেষণার প্রসার ঘটানো;
৩) ইসলাম ধর্মের সার্বিক বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য গবেষকদের উৎসাহ প্রদান;
৪) গবেষকদের কুরআন হাদীস, ফিকহ, সীরাত, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, শিল্প-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান এবং
৫) দক্ষ ইসলামী গবেষক তৈরি ইত্যাদি।

**৪.১. উচ্চতর গবেষণা বাছাই কমিটি:** "ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ নীতিমালা-২০২২" সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি উচ্চতর বাছাই কমিটি থাকিবে। কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবে:

| | | |
|---|---|---|
| (১) | মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন | সভাপতি |
| (২) | বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা /আরবি/ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি/দর্শন / আইন বিভাগের ৩ জন অধ্যাপক (মহাপরিচালক কর্তক ২ বছর পর পর মনোনীত) | সদস্য |
| (৩) | ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক/কর্মকর্তা ১ (এক) জন ( মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| (৪) | পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন | সদস্য-সচিব |

**৪.২. কমিটির কার্যপরিধি /দায়িত্ব:**

(১) আবেদনপত্রসমূহ জমা হইবার পর যাচাই বাছাই করিয়া সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক বৃত্তি প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থী বাছাই;

(২) এম. ফিল এবং পিএইচ. ডি-এর সকল গবেষণা প্রস্তাবনা ও গবেষণা কর্ম/প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সুপারিশ করিবার জন্য মূল্যায়নকারী/রিভিউয়ার নির্বাচন;

(৩) মূল্যায়নকারী/রিভিউয়ার-এর মতামতের আলোকে ফেলোশিপ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৪) গবেষণা কর্ম / পত্র মানসম্মত হইলে প্রকাশের বিষয়ে মতামত প্রদান;

(৫) কমিটি প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে নির্ধারিত ফরমে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

**৫. ফেলোশিপ কর্মসূচীতে গবেষণার পরিধি/বিষয়সমূহ :**

**৫.১. গবেষণা পরিধি :** ইসলামিক ফাউন্ডেশন হইতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ফেলোশিপ প্রদান করা হইবে:

(ক) ইসলামের মৌলিক বিষয়

(খ) ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ইসলামী অর্থনীতি

(গ) ইসলামী ব্যাংকিং, ব্যবসা ও বাণিজ্য

(ঘ) ইসলাম ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম

(ঙ) ইসলামী ভাবধারায় সৃজনশীল সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও শিল্পকলা

(চ) ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও মুসলিম স্থাপত্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান

(ছ) ইসলামে পরমত সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব

(জ) ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন

(ঝ) সুষ্ঠু সমাজ গঠনে মানবিক গুনাবলীর ভূমিকা

(ঞ) ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা

(ট) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি (Comperative religion and culture) অধ্যয়ন

**৫.২. গবেষণা প্রস্তাবনার বিষয়:** গবেষণা কর্মে আগ্রহী প্রার্থীকে তাঁহার গবেষণা প্রস্তাবনা অনধিক ২০০০ শব্দের মধ্যে রচনা করিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগে জমা দিতে হইবে। প্রস্তাবনায় সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকিতে হইবে:

(ক) গবেষণার শিরোনাম;

(খ) ভূমিকা;

(গ) গবেষণার যৌক্তিকতা;

(ঘ) গবেষণার উদ্দেশ্য;

(ঙ) গবেষণার পরিধি;

(চ) গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ);

(ছ) উপাত্ত উপস্থাপন/বিশ্লেষণ পরিকল্পনা;

(জ) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিবর্গ (যদি প্রয়োজন হয়);

(ঝ) কর্মপরিকল্পনা/সময়সীমা;

(ঞ) বাজেট;

(ট) গবেষকের জীবনবৃত্তান্ত;

**৬. গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার শর্তাদি :**

**৬.১. গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা :**

(ক) উচ্চতর গবেষণা কমিটি একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে এবং প্রতি বছর গবেষণা কর্ম/ফেলো বাছাই করিবে;

(খ) ফেলোশিপ প্রদান কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(গ) ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উচ্চতর গবেষণা কমিটি-এর তত্ত্বাবধানে থাকিবে;

(ঘ) গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যয়নরত ফেলোগণের অধ্যয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করিবে।

**৬.২. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা :**

(ক) আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশী হইতে হইবে।

(খ) কেবলমাত্র ৫.১ এ অধ্যয়নরত বিষয়ের এমফিল/ পিএইচডি প্রোগামে রেজিস্ট্রার্ডপি শিক্ষার্থী / গবেষক ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। অন্য কোন শিক্ষার্থী/গবেষক আবেদনের জন্য যোগ্য হইবেন না।

(গ) যে সমস্ত গবেষক/আবেদনকারী ইতোপূর্বে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ফেলোশিপ লাভ করিয়াছেন, তাহারা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফেলোশিপের জন্য পুনরায় আবেদন করিতে পারিবেন না।

(ঘ) আবেদনকারী সরকারি চাকুরীজীবী হইলে তাহার চাকুরি স্থায়ী হইতে হইবে।

(ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা : আবেদনকারীর শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় ৩য় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(চ) আবেদনকারীর বয়স : আবেদন জমাদানের শেষ তারিখে আবেদনকারীর বয়স এম.ফিল কোর্সের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর, পিএইচ. ডি কোর্সের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫২ বছর হতে হবে।

**৬.৩. ফেলোশিপের মেয়াদ :**

(ক) এম.ফিল ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বছর

(খ) পিএইচ.ডি ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বছর । উল্লেখ্য, এম.ফিল এর ক্ষেত্রে ২ বছরের পূর্বে এবং পিএইচ.ডি-র ক্ষেত্রে ৩ বছরের পূর্বে গবেষণাপত্র জমা দেওয়া হইলে জমা প্রদানের দিন পর্যন্ত ফেলোশিপের আর্থিক সুবিধা পাইবেন।

**৭. আবেদন পত্রের আহ্বান ও জমাদানের পদ্ধতি :**

**৭.১. আবেদন পত্র আহ্বান ও জমাদান:**

(ক) **আবেদন পত্র আহবান :** প্রতি অর্থবছরে একবার আবেদন আহবান করা হইবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইটে এবং ন্যূনতম ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া আবেদন আহবান করা হইবে।

(খ) **আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান :** ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান কার্যালয় অথবা ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ওয়েবসাইট হইতে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাইবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে মহাপরিচালক বরাবর ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

**৭.২. আবেদনের সাথে সংযুক্ত দলিল :** আবেদনপত্রের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকিতে হইবে:

(ক) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও মার্কসীটের ফটোকপি (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত)।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রশিদ। ''আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক তথা পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী/গবেষক'' এই মর্মে তিনি তার মূল প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে। প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকিতে হইবে।

(গ) তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে। উক্ত অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকিতে হইবে।

(ঘ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

(ঙ) পিএইচ.ডি ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয় /প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইয়াছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত অনুমতি/সম্মতিপত্র আবেদনের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

(চ) প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ-এর কপি আবেদনের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

**৮. গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ**

**৮.১. মাসিক ভাতা :** নির্বাচিত ফেলোগণ নিয়োগপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে বিল দাখিল করিবেন। প্রতি অর্থবছরে বিল দাখিলের ভিত্তিতে ফেলোদের ফেলোশিপ ভাতা চেক মারফত পরিশোধ করা হইবে। ফেলোশিপের শ্রেণি ও মাসিক ভাতার হার হইবে নিম্নরূপ :

১) ফেলোশিপ-১ (এম.ফিল): ১ম বছর: মাসিক-১০,০০০/- টাকা (প্রতি মাসে)

২য় বছর: মাসিক-১৫,০০০/- টাকা (প্রতি মাসে)

রেফারেন্স বই ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ-২০,০০০/- টাকা (প্রতি বছর)

২) ফেলোশিপ-২ (পি.এইচ.ডি): ১ম বছর: মাসিক-১০,০০০/- টাকা (প্রতি মাসে)

২য় বছর: মাসিক-১৫,০০০/- টাকা (প্রতি মাসে)

৩য় বছর: মাসিক-২০,০০০/- টাকা (প্রতি মাসে)

রেফারেন্স বই ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ-২৫,০০০/- টাকা (প্রতি বছর)

**৮.২. সর্বোচ্চ প্রদেয় ভাতা :** চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর কাঙ্খিত কোর্স সম্পন্ন করিতে যে পরিমাণ অর্থই প্রয়োজন হোক না কেন, ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অর্থের সর্বমোট পরিমাণ এম. ফিল কোর্সের ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা এবং পিএইচ.ডি কোর্সের ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক হইবে না। মনোনীত ফেলোগণ ৪ (চার) কিস্তিতে বরাদ্দানুযায়ী অর্থ পাইবেন।

**৮.৩. তহবিল গঠন :** এই নীতিমালার আলোকে গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত সরকারী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর নিজস্ব আয় **থেকে আলাদা তহবিল গঠন হইবে। উক্ত তহবিলে জমাকৃত অর্থ দিয়ে প্রতি বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন এম.ফিল-এ অধ্যয়নরত ১০ (দশ ) জনকে এবং** পিএইচ.ডি-এ অধ্যয়ণরত ৫ (পাঁচ) জনকে ফেলোশিপ প্রদান করিবে। তবে কর্তৃপক্ষ এই সংখ্যা কম-বেশি করিতে পারিবে।

**৯. ফেলোশিপ নির্বাচন পদ্ধতি :** আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার এর ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করা হইবে। এই লক্ষ্যে গঠিত উচ্চতর গবেষণা কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই ও মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়া ফেলো নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করিবেন। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ প্রদান করিবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। নির্বাচিত ফেলোদের মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বরাবর ৩ কপি ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে গবেষণা সম্পর্কীয় বিষয়ে অঙ্গিকারনামা দাখিল করিতে হইবে। কোন গবেষক গবেষণাকর্ম শেষ করিবার পূর্বেই গবেষণা কার্যক্রম বন্ধ করিলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে গ্রহণকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে।

**৯.১. মূল্যায়ন প্রতিবেদন :** প্রতি ০৪ (চার) মাস অন্তর ফেলোগণকে তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি কিস্তির বিলের সাথে সংযুক্ত করিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনে দাখিল করিতে হইবে।

**(৯.২) সমাপনী প্রতিবেদন :**

ফেলোগণ গবেষণা সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাঁর তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফটকপিসহ থিসিস/গবেষণাপত্র-এর একটি কপি জমা দিবেন। সফটকপিসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র এর কপি প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ফেলো ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ ফাউন্ডেশনকে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

**১০. সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভা :** ফেলোগণের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধজ্ঞান বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করিবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন এইরূপ ফেলোদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করিবেন।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন।

১১. নীতিমালা সংশোধন : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বোর্ড অব গভর্নরসের অনুমতিক্রমে সময়ে সময়ে এই নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন , সংযোজন ও বিয়োজন করিতে পারিবে।

২৫-১-২০২৩
মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ
পরিচালক (প্রতিভূ)
গবেষণা বিভাগ

২৫-১-২০২৩
মোঃ মুনিম হাসান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ০২-৮১৮১৫১৬
ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৫৫৭
ইমেইল: dg_if@yahoo.com